মেহেরপুরে সম্প্রীতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলা হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ বাংলার খ্রিস্টান বাংলার মুসলমান আমরা সবাই বাঙ্গালী এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে সম্প্রীতি সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলার প্রশাসক ড. মোঃ মনসুর আলম খানের সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, বীর মুক্তিযুদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক, আরিফুল এনাম বকুল, সহ বিভিন্ন উপজেলার চেয়ারম্যান, মেম্বাররা উপস্থিত ছিলেন। মেহেরপুরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক মন্ডলীরাও উপস্থিত ছিলেন এবং মেহেরপুর জেলার নানা শ্রেনি প্রেশার বিভিন্ন মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ব্যস্ত সময় পার করছে দামুড়হুদার প্রতিমা তৈরির মৃৎশিল্পীরা

শারদীয় দুর্গাপূজা হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সর্ব বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব। মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হতে এখনও ১৯ দিন বাকী থাকলেও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দরজায় কড়া নাড়ছে দেবী-দুর্গার আগমনী বার্তা।

ইতোমধ্যেই দামুড়হুদা উপজেলায় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বিশেষ করে দুর্গা প্রতিমা তৈরির কারিগররা ব্যস্ত সময় পার করছে। মণ্ডপের সাজসজ্জাসহ সার্বিক প্রস্তুতি দ্রুত এগিয়ে নিচ্ছেন আয়োজক ও পূজা উদযাপন কমিটি। আগামী ১ অক্টোবর থেকে শুরু হবে পূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা। দামুড়হুদা উপজেলায় এবছরে ২২টি মণ্ডপে দুর্গা প্রতিমা বসবে। তারই সাজসজ্জায় ব্যস্ত আয়োজকরা। শারদীয় উৎসব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়,কারিগররা কাদা-মাটি, খড়-কাঠ সংগ্রহ থেকে শুরু করে, প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সকাল থেকে রাত অবধি চলছে এই কার্যক্রম।এখন শারদীয় দুর্গোৎসবে মেতে ওঠার অপেক্ষায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা।এ উৎসবকে ঘিরে উপজেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের মাঝে দেখা দিয়েছে কর্ম ব্যস্ততা।দিন রাত কাজ করে শিল্পীদের হাতের নিপুণ ছোঁয়ায় তৈরি হচ্ছে প্রতিমা। যেন দম ফেলার সময় নেই কারিগরদের। তবে রং, তুলির ও সাজসজ্জার দাম বেশি হওয়া ও প্রতিমা বানানোর মজুরি কম পাওয়ায় চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে তাদের মধ্যে।

প্রতিমা শিল্পী শ্রী কৃষ্ণ গৌস্বামী বলেন,আমি ২৫ বছর যাবত প্রতিমা বানায়। দুর্গা প্রতিমা ছাড়াও সকল ধরনের প্রতিমা বানিয়ে থাকি এইবার আমি চার টা প্রতিমার কাজ করতেছি। বিশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার টাকায় কন্টাক্টে আমার সাথে তিন জন হেলপার আছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক আনন্দ ঘোষ বলেন, এবার অনেক বড় করে পূজা করা হচ্ছে। মহাভারতের কিছু দৃশ্য রাখা হচ্ছে। সব মিলিয়ে দামুড়হুদা উপজেলায় মোট ২২টি প্রতিমা গড়া হচ্ছে।

দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব সঞ্জয় হালদার জানান, এ বছর অনেক সাড়ম্বরে পূজা উদযাপন করা হবে। মূর্তি গড়ার কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। কিছুদিন পর থেকেই রংয়ের কাজ শুরু হবে। দশভূজা দেবী দুর্গা এবার আসছেন ঘোড়ায় চড়ে। আর ফিরে যাবেন নৌকায়। পূজাকে কেন্দ্র করে তাই সর্বত্রই চলছে সাজ সাজ রব।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল ধরনের সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হবে, পুজায় আগত দর্শনার্থীদের ভিড় এড়াতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ,

পুলিশের টহল জোরদার করা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে অনুরোধ, সহ ইভটিজিং ও নারীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদানে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সানজিদা বেগম বলেন, পূজা মন্ডপ গুলোতে সর্বাত্মক সতর্কতা মূলক ব্যবস্হা গ্রহণ করা হয়েছে, সুষ্ট ভাবে যেন পূজা উদযাপিত হয় সে লক্ষে জনপ্রতিনিধি সহ সকলের সহযোগিতা কামনা করছি, পুলিশ প্রশাসনকে বলা আছে যাতে সতর্ক থাকে, কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে।

মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহবায়ক কমিটি অনুমোদন

সনাতনী সম্প্রদায়ের (হিন্দু) মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহবায়ক কমিটি অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় পুঁজা উদযাপন পরিষদ।

বাংলাদেশ পুজা উদযাপন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শ্রী জেএল ভৌমিক ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার ১১ সদস্যের এই আহবায়ক কমিটির অনুমোদন দেন।

কমিটির আহবায়ক অভিজিৎ বোস মানা, যুগ্ম আহবায়ক শ্রী সুকুমার কর্মকার ও শ্রী গুরুপদ হালদার এবং সদস্য সচীব অশোক চন্দ্র বিশ্বাস। এছাড়া কার্যকরী সদস্য কার্তিক সাহা, সুব্রত সাহা বাপ্পা, অনন্ত হালদার, প্রদীপ কুমার পাল, মহাদেব দাস, শাধন কুমার দাস ও মনোরঞ্জন হালদার।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের নেতৃবৃন্দ সনাতনী সম্প্রদায়ের সকল অধিকার আদায়ে তৃনমূলের জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটি গুলোকে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, গঠনতন্ত্র মোতাবেক স্বচ্ছতার ভিত্তিতে গঠন করার নির্দেশনা দিয়েছে।

ঝিনাইদহে শ্রীশ্রী লোকনাথ বাবার আবির্ভাব দিবস পালন

ত্রিকালদর্শী শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবা ব্রহ্মচারী জন্ম অষ্টমী তিথিতে ১৭৩০ সালের জন্মাষ্টমীর দিনই পৃথিবীর বুকে আবির্ভাব হয়। আজ শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার ২৯২ তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে, ঝিনাইদহ পুরাতন হাটখোলা শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী মন্দিরে পূজার আয়োজন করা হয়।

স্থানীয়রা বিপদের সময় একমাত্র ভরসা হিসাবে তাঁকে মানেন। কথিত আছে জীবদ্দশায় তিনি অনেক রোগ ভালো করে দিতে পারতেন। তিনি জাতিস্মর অন্যের মনের ভাব অবলীলায় জানতে পারতেন তিনি এমনই বিশ্বাস তাঁর ভক্তদের।

শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী এই পূজায় রাখা হয় মিছিরি ও অমৃতি। এছাড়াও থাকে ফূল, ধূপ, চন্দন সহ পূজার অন্যান্য উপকরণ।কথিত আছে বাবা লোকনাথ মহাদেবের এক অবতার। এই সমাজের বহু মানুষ তাদের জীবনের চলার পথে লোকনাথ বাবাকেই আদর্শ করে নিয়েছেন। বাবা লোকনাথের অগনিত ভক্তরা আজও বয়ে নিয়ে চলেছে তার বাণী।

শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী মন্দিরে সভাপতি রনি সাহা ও সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত দত্ত দেবু আমাদের কে জানান আমরা
এভাবেই ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে প্রতিবছর পালিত হয় শ্রীশ্রী লোকনাথ বাবার আবির্ভাব দিবস। বিভিন্ন জায়গা থেকে হাজার হাজার ভক্তরা আসেন সেখানে।পূজা শেষে ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয় ।

পবিত্র আশুরা দিনে তাজিয়া মিছিলে কারাবালার মর্মান্তিক ঘটনার স্মরণ

ইসলামের ইতিহাসে এক শোকাবহ দিন আশুরায় কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনার স্মরণে শিয়া মুসলমানরা ঢাকার বিভিন্ন স্থানে তাজিয়া মিছিল বের করেছেন।

মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আজ যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে পবিত্র আশুরা পালিত হচ্ছে।

করোনা মহামারির ব্যাপক প্রাদুর্ভাবে টানা দুই বছর বন্ধ থাকার পর এবার যথাযথ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে রাজধানীতে মহররমের ঐতিহ্যবাহী তাজিয়া মিছিল বের হয়েছে। এতে শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলিমদের ঢল নামে।

মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে পুরান ঢাকার হোসাইনি দালানের ইমামবাড়া থেকে প্রধান তাজিয়া মিছিল শুরু হয়। এছাড়াও রাজধানীর মোহাম্মদপুর, মিরপুর, লালবাগ, পল্টন এবং মগবাজার থেকেও তাজিয়া মিছিল নিয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করেন শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন।

কেন্দ্রীয় তাজিয়া মিছিল ইমামবাড়া থেকে বকশীবাজার-নিউমার্কেট হয়ে ধানমণ্ডি লেকের প্রতীকী কারবালা প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। হায় হোসেন, হায় হোসেন মাতম ও বুক চাপড়ে ফোরাত নদীর তীরের কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার স্মরণ করেন তারা।

হিজরি ৬১তম বর্ষের (৬৮০ খ্রিস্টাব্দ) ১০ মহররম মুসলমানদের শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসেন (রা.) ফোরাত নদীর তীরে কারবালা প্রান্তরে শহীদ হন।

ইসলামের ইতিহাস অনুসারে এ দিনটি অত্যন্ত পবিত্র। কেননা ১০ মহররম তারিখে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করা হয়েছিল।

এই দিনে পৃথিবীর প্রথম মানুষ হজরত আদমকে (আ.) সৃষ্টি করা হয়েছিল। এ দিন নবী মুসার (আ.) শত্রু ফেরাউনকে নীলনদে ডুবিয়ে দেয়া হয়।

এ দিনে নূহের (আ.) কিস্তি ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পায়। এ দিনে দাউদের (আ.) তাওবা কবুল হয়। নমরূদের অগ্নিকুণ্ড থেকে ইব্রাহিম (আ.) উদ্ধার পান। আইয়ুব (আ.) দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি ও সুস্থতা লাভ করেছিলেন।

এ দিনেই আল্লাহতায়ালা ঈসাকে (আ.) ঊর্ধ্বাকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। হাদিসে বর্ণিত আছে, এ তারিখেই কেয়ামত সংঘটিত হবে।

মুসলিম বিশ্বে এই দিনটি ত্যাগ ও শোকের প্রতীক। বাংলাদেশে ধর্মপ্রাণ মুসলমান বিশেষ করে শিয়া মুসলমানরা ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করেন।

এবার ৩১ জুলাই মহররম মাস গণনা শুরু হওয়ায় মঙ্গলবারবার সারা দেশে আশুরা পালিত হচ্ছে। আশুরার সরকারি ছুটি থাকে।

বিগত দিনে তাজিয়া মিছিলে ছুরি, ধারালো অস্ত্রসহ যুবকদের দেখা যেত। ইমাম হোসেনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের স্মরণে তারা নিজের শরীরে আঘাত করে নিজেকে রক্তাক্ত করতেন।

কিন্তু ২০১৫ সালে তাজিয়া মিছিলের প্রস্তুতির মধ্যে ইমামবাড়ায় জঙ্গি হামলার ঘটনার পর থেকে আশুরায় নিরাপত্তার কড়াকড়ি বাড়ানো হয়। ঢাকা মহানগর পুলিশ তাজিয়া মিছিলে ধারালো অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ করে।

অতীতের অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান বাস্তবতা পর্যালোচনা করে এবারও আশুরার দিন বিভিন্ন কর্মসূচি ও সবগুলো তাজিয়া মিছিল ঘিরে কয়েক স্তরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

তাজিয়া মিছিলে অনেকের হাতেই দেখা যায় জরি লাগানো লাল আর সবুজ নিশান, মাথায় শোকের কালো কাপড়। কারবালার স্মরণে কালো চাঁদোয়ার নিচে কয়েকজন বহন করেন ইমাম হোসেনের প্রতীকী কফিন।

মিছিলের সামনে ছিল ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের দুটি প্রতীকী ঘোড়া, দ্বিতীয় ঘোড়ার জিন রক্তের লালে রাঙানো। ধানমণ্ডির প্রতীকী কারবালা প্রান্তরে পৌঁছনোর আগেই বৃষ্টি নামে। তার মধ্যেই শান্তির আশায় মোনাজাত করে তাজিয়া মিছিলের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়।

মেহেরপুরে ত্যাগের মহিমায় নামাজের পর চলছে পশু কোরবানি

ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যে অন্যান্য স্থানের মতো মেহেরপুরেও পালিত হচ্ছে ঈদুল আজহা। রবিবার ঈদের নামাজের পর জেলার সবখানে শুরু হয়েছে পশু কোরবানি।

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সামর্থ্যবান মুসলমানরা ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর ঈদুল আজহার নামাজের পর মেহেরপুর জেলা শহর, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলা শহরসহ জেলার প্রতিটি স্থানে পশু কোরবানি শুরু করেছেন।

রবিবার ঈদুল আজহার প্রধান প্রধান জামাতগুলো অনুষ্ঠিত হয় সকাল ৮টায়। নামাজ শেষে মোনাজাতে দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। জেলা ও গ্রামের অলিগলিতে পশু কোরবানি শুরু হয়।

মুসলিম জাতির পিতা হজরত ইবরাহিম (আ.) এর সুন্নত অনুসারে ত্যাগের মহিমা ও উৎসর্গের আনন্দ নিয়ে বুধবার এই ধর্মীয় উৎসব উদযাপিত হচ্ছে।

ঈদগাহ, খোলা মাঠ বা মসজিদে ঈদের দুই রাকাত ওয়াজিব নামাজ আদায় শে ষে সামর্থ্যবান মানুষ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যার যার সাধ্যমতো পশু কোরবানি করছেন।

মেলা ও পুজাঁ এক সাথে হলেও আগের মতো মেলার সেই জৌলুস আর নেই।

মেহেরপুর সিদ্ধেশরী কালি মন্দীরের পুরোহিত তপন ব্যনার্জি জানালেন, সিদ্ধেশরী পুজাঁ উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য এটা একটি উৎসবও বটে। মেহেরপুর জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ই নয় এ জেলার আশে পাশের জেলাগুলো থেকে শত শত মানুষ আসেন এ উৎসবে।

বিভিন্ন রোগ ভোগের কারণে ঠাকুরের কাছে মান্নত করেন। তারা ঠাকুরের উদ্যেশ্যে পাঠা বলি দিয়ে থাকেন। অন্যান্য বছরে আমাদের পাশের দেশ ভারত থেকেও অনেক ভক্তগণ আসতেন। করোণার কারনে গত দুই বছর মেলাটি বন্ধ ছিল। এবছর আবারও শুরু করা হয়েছে।

সুন্দর বাংলাদেশ

শুধু নামাজ আদায় নয়, ইসলামি গবেষণা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মসজিদ ব্যবহার করা মুসলিমদের ঐতিহ্য। যদিও আগের সে ঐতিহ্য এখন আর নেই। মসজিদগুলো এখন ব্যবহার হয় শুধু নামাজের জন্যই। বর্তমান সরকার সারাদেশে দৃষ্টিনন্দন ৫৬০ টি মডেল মসজিদ নির্মাণ করছে।

গাংনী উপজেলা পরিষদের প্রাণ কেন্দ্রে প্রায় ১৩ কোটি ১৭ লাখ টাকা ব্যায়ে নির্মাণাধীন মসজিদটি শোভা পাচ্ছে স্ব-মহিমায়।

মঙ্গলবার পবিত্র ঈদ উল ফিতর

আগামী মঙ্গলবার পবিত্র ঈদ উল ফিতর উদযাপিত হবে। জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।

মেহেরপুরে ইসলামী ব্যাংকের ইফতার মাহফিল

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, মেহেরপুর শাখার উদ্যোগে “সার্বজনীন কল্যাণে মাহে রমযান” শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
গতকাল বুধবার বিকালে ব্যাংক মিলনায়তনে ব্যাংকের এ্যাসিস্টেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও শাখা প্রধান জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর দারুল উলুম আহমাদিয়া ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী। মূল আলোচনা পেশ করেন মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মাওলানা মুহাঃ সিরাজ উদ্দীন ।
প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে মাহে রমযানের গুরুত্ব তুলে ধরেন ও কল্যানমুখী ইসলামী ব্যাংকিং এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশেষ অতিথি তার বক্তব্যে রলেন রমযানের এত মর্যাদা মূলত আল কুরআনের কারনেই। সে কারনে তিনি কুরআন ভিত্তিক জীবন গঠনের উপর বিশেষ আহবান জানান। অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক পবিত্র মাহে রমযানের সার্বজনীন কল্যানগুলো উল্লেখ করেন ও প্রকৃত মুত্তাকী হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলার আহব্বান জানান।
সভাপতির বক্তব্যে ব্যাংকের এ্যাসিস্টেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও শাখা প্রধান মো: জাহাঙ্গীর আলম ইসলামী ব্যাংক সুদ থেকে বেঁচে থাকার এক উত্তম নেয়ামত উল্লেখ করেন। পাশাপাশি সাদাকার গুরুত্ত্ব তুলে ধরে উপস্থিত সকলকে ক্যাশ ওয়াকফ ডিপোজিট হিসাব, হজু ও মোহর হিসাব খোলার আহবান জানান। উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যাংকের আন্তরিক সেবা প্রদানে নিজেদের অঙ্গীকারের কথা তুলে ধরেন এবং উপস্থিত সকল মেহমান, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ জানান। পরিশেষে বিশ্ব মানবতার জন্য দোয়া ও মাগফেরাত কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।